পরিবর্তনশীল ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখোমুখি প্রতিবেশে প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্মের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি :

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল

অধ্যাপক ড. স্বাধীন সনে

প্রত্নতত্ত্ব বভিাগ

জাহাঙ্গীরনগর বশ্বিবদ্যিালয়, সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন এলাকা অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রতিবেশগত দিক থেকে ভিন্ন। এই অঞ্চলে যেমন রয়েছে দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা, পৃথিবীর বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, তেমনই রয়েছে পরিনত ও তুলনামূলকভাবে পুরাতন পরিনত বদ্বীপ এলাকা। এই অঞ্চলে বেশিরভাগ এলাকাই জোয়ারভাটার প্রভাবাধীন। অসংখ্য নদী, খাল ও নবীন পলল এখানকার ভমিরূপ গঠন করেছে, ক্ষয় সাধন করছে এবং অব্যহত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নপ্রতিবেশগত গবেষণায় দেখা গেছে এই অঞ্চলের এই পরিবর্তনশীলতা গত ৯০০০-৮০০০ বছর যাবত সক্রিয়। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাবের ঝুঁকিতে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এই এলাকা একটি। এখানে ইতোমধ্যেই অনেক প্রত্নস্থান নথিভুক্ত, খননকৃত ও সংরক্ষিত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে। তবে এখন পর্যন্ত পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে এই অঞ্চলের প্রতিবেশের অতীত জানার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। মানুষের সঙ্গে এখানকার প্রকৃতির নানামুখী বদলের সম্পর্কের ধরন ও প্রক্রিয়াগুলো জানার পদ্ধতিগুলো আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখনো অনেক এলাকায় নিবিড় জরিপ পরিচালিত হয় নাই। প্রতিবেশকে গুরুত্ব প্রদান করে খনন ও জরিপের মাধ্যমে এখানকার ভূমিরূপের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রূপান্তরকে বিভিন্ন পর্যায়ে মানচিত্রায়ন করা সম্ভব। বাজেট ও জনবলের সীমাবদ্ধতা আর ব্যয়বহুল প্রযুক্তি ব্যবহার করার সামর্থ্যগত সঙ্কটের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাঠকর্মের ধারণা ও পদ্ধতিতে নতুন নতুন অনুশীলন সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে থাকার কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের ক্ষেত্রে লাগসই ও সস্তা কিন্তু নিষ্ঠা ও শ্রমসাপেক্ষ নথিভুক্তকরণের বিভিন্ন ধারণা প্রযুক্ত হতে পারে। উপাত্ত উদ্ধারমূলক খনন পরিচালিত হতে পারে সেসব পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে খনন ব্যয়বহুল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত বিলীন হয়ে যাওয়ার হুমকির মুখে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্ম পরিচালনা করা যায় সেসম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস আর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলকে ধারণা প্রদান করা ও সচেতন করে তোলা। প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্ম যে পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হতে পারে সে প্রসঙ্গে একটি ধারণা প্রস্তাব করা। পাশাপাশি, আলোচ্য প্রতিবেশগত পরিস্থিতিতে এখানে কীভাবে জরিপ ও খনন পরিচালনা করা যেতে পারে সে-প্রসঙ্গে একটি কার্যকর, বিশদ ও নিবিড় পদ্ধতিগত রূপরেখা উপস্থাপন করা। একইসঙ্গে, আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্বিপাকের কথা মাথায় রেখে এখানকার অতীত মানুষ-প্রতিবেশের সসম্পর্কের সুস্পষ্ট বোঝাপড়ার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ককে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্মের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর পদ্ধতিগুলোকে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। স্পষ্টত অতীত মানব বসতি ও এখানকার ভূপ্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার মাধ্যমে আসন্ন দুর্যোগ ও ঝুঁকির সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রত্নতাত্ত্বিক মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই এই কর্মশালার প্রধান প্রাপ্তি হতে পারে।

কেবল একদিনের কর্মশালার মাধ্যমে অনেক ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তাবই পেশ করা যাবে। তবে জনগণের সঙ্গে যুক্ততা ও সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে এধরনের পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো টিকিয়ে রাখা যায়, কিংবা বন্যা, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, জোয়ারভাটাজনিত ক্ষয়ের কারণে অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এমন উপাত্ত কীভাবে দ্রুত বিশদভাবে নথিভুক্ত করা যায় সে-প্রসঙ্গে ও আলাপ শুরু করতে হবে। হাতের কাছে থাকা প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাঠকর্মের পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে অভিযোজন করতে হয় মাঠকর্মের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর ক্ষতি না করেই সে-সম্পর্কেও আলাপচারিতা হবে। পরিশেষে, একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে মাঠকর্ম কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের আলাপ ও অনুশীলনের প্রয়োজনীতা সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।